নারীর হজ ও উমরাহ

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া
পিএইচডি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আল-ফিকহ এন্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

সবুজপত্র

সূচিপত্র

হজের অর্থ	৯
হজের গুরুত্ব ও ফযীলত	৯
মহিলাদের হজের গুরুত্ব	১১
হজের শর্তসমূহ	১২
আর্থিক সঙ্গতি বলতে কী বুঝায়? তার পরিমাণ কতো?	১৪
মাহরাম কারা?	১৪
এক. বংশীয় মাহরাম	১৪
দুই. দুধ খাওয়া জনিত মাহরাম	১৫
তিন. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম	১৫
মাহরাম-এর কিছু শর্ত	১৫
হজের আদবসমূহ	১৫
আল্লাহর দরবারে আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	১৬
হজ শুরু করার আগে যা করণীয়	১৬
এক. হজ শুরু করার আগে আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে	১৬
দুই. হজের সফরে আপনাকে কয়েকটি জিনিস সাথে নিতে হবে	২২
তিন. হজের সফরে যাওয়ার সময় আপনার বিশেষ করণীয়	২৪
মহিলা হাজী সাহেবার জন্য যা বর্জনীয়	২৫
ইহরামের আগে ও পরে সর্বাবস্থায় বর্জনীয় বিষয়সমূহ	২৫
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ	২৬
যদি কেউ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো করে ফেলে তার কি করা উচিৎ?	২৯
মহিলা হাজী সাহেবার ইহরামের পোশাক	৩১
মহিলা হাজী সাহেবারা কীভাবে হজ এবং উমরাহ সম্পন্ন করবেন?	৩৩

হজের অর্থ

হজ শব্দের অর্থ, ইচ্ছা করা। শরী'আতের পরিভাষায় হজ বলা হয়, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহ ও 'আরাফাসহ সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে যাওয়া।

হজের গুরুত্ব ও ফযীলত

হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা কা'বা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখেন তাদের ওপর হজ ফরয করা হয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে এভাবে তাগিদ দিয়ে বলেছেন,

﴿ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

æমানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য এবং যে কেউ প্রত্যাখ্যান করলো সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিকুলের মুখাপেক্ষী নন।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৯৭]

উপরোক্ত আয়াতে হজকে আল্লাহর অধিকার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরা আল-হাজ্জে আল্লাহ তা'আলা হজের মূলে কী এবং তা কখন শুরু হয় তা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন,

﴿ وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِىْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ﴿٢٨﴾ ﴾

æএবং মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দিন, ওরা আপনার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে ও সব ধরনের ক্ষীণকায় উটের পিঠে,

এরা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হতে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।" [সূরা ২২; আল-হাজ ২৭-২৮]

উপরোক্ত নির্দেশটি মহান আল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে দিয়েছিলেন। তিনি সে নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছিলেন। আয়াতের তাফসীরে সাহাবী ও তাবেঈদের থেকে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এ নির্দেশ পাওয়ার পর বলেছিলেন, হে আমার প্রভু! আমার ঘোষণা তাদের কানে পৌঁছাবে কে? মহান আল্লাহ তখন সেটা পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন।[১]

হজ মুসলিমদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর ইবাদাত। এটি সামর্থ্যবানদের জন্য জীবনে একবারই ফরয। বাকি সময়ে সেটি তার জন্য নফল হিসেবে থাকে।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে হজের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে তাগিদ করেছেন।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, æআল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনা"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, æআল্লাহর পথে জিহাদ করা"। জিজ্ঞেস করা হলো, তারপর কোনটি? তিনি জবাব দিলেন, æতারপর হচ্ছে মাবরুর হজ"।[২] হজে

---

১. মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪২১, ৬০১। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত।
২. সহীহ বুখারী: ১৫১৯; সহীহ মুসলিম: ২৪৪।

মাবরুর বলতে এমন হজকে বুঝায় যে হজে ত্রুটি হয়নি বা যা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, æএক উমরাহ আদায় করার পর আবার উমরাহ আদায় করলে তা মাঝখানের সময়টুকুর জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর মাবরুর হজের প্রতিদানই হচ্ছে জান্নাত।”[১]
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, æযে ব্যক্তি এমনভাবে হজ করবে যে, তাতে সে অশ্লীল কথা বলে না এবং কোনো গুনাহের কাজ করে না, সে সকল গুনাহ থেকে মা তাকে প্রসব করার দিনের মতো অবস্থায় ফিরে যায়।”[২]
- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, æযে ব্যক্তি এ ঘরে আসল, তাতে সে অশ্লীল কথা বলে না এবং কোনো গুনাহের কাজ করে না, সে সকল গুনাহ থেকে মা তাকে প্রসব করার দিনের মতো অবস্থায় ফিরে যায়।”[৩] হাদীসটি একই সাথে হজ এবং উমরাকে অন্তর্ভূক্ত করে।[৪]

এ হচ্ছে হজের কিছু গুরুত্ব ও ফযীলত যা নারী-পুরুষ সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া নারীদের জন্য হজের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

মহিলাদের হজের গুরুত্ব

মহিলাদের হজের গুরুত্ব পুরুষদের থেকে আলাদা। কারণ, তা তাদের জন্য জিহাদের সমতুল্য। হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

---

১. সহীহ বুখারী: ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম: ৩২৭৬।
২. সহীহ বুখারী: ১৫২১; সহীহ মুসলিম: ৩২৭৮।
৩. সহীহ মুসলিম: ৯৮৩।
৪. দেখুন: ফতহুল বারি, ৩/৩৮২।

জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো দেখছি জিহাদই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, তাহলে আমরা (নারীরা) জিহাদ করবো না কেনো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, æতোমাদের জন্য মাবরুর হজই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিহাদ"।[১]

এ হাদীস থেকে আমরা মহিলাদের জন্য হজের আলাদা গুরুত্ব বুঝতে পারি। এটি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের জন্য জিহাদ। সুতরাং, যে মহিলা হজের জন্য বের হয়েছেন সে হাজী সাহেবাকে আমরা আমাদের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এমন অনেক মহিলা আছে যাদের ওপর হজ ফরয হয়েছে অথচ তারা তা জানে না। আবার এমন অনেক মহিলাও আছেন যাদের ওপর হজ ফরয হওয়ার পরে তা করতে গড়িমসি করতে করতে অপারগ অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এরা অবশ্যই গুনাহগার হবে। আপনাকে আল্লাহ তাঁর আনুগত্যের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন সেজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন এবং বলুন, আল-হামদুলিল্লাহ।

হজের শর্তসমূহ

অন্যান্য ইবাদাতের মতো হজেরও কিছু শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা না পাওয়া গেলে হজ শুদ্ধই হবে না। যেমন,

১. মুসলিম হওয়া।

২. বিবেকবান হওয়া।

এ ছাড়া আরো কিছু শর্ত রয়েছে, যা হজ ফরয হওয়ার জন্য শর্ত। শুদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। যেমন,

৩. বালেগ হওয়া। যদি কোনো শিশু হজ করে তবে তা তার নিজের ফরয হজ হিসেবে আদায় হবে না।

---

১. সহীহ বুখারী: ১৫২০।

৪. স্বাধীন হওয়া। দাসের ওপর হজ করা ফরয নয়। কিন্তু যদি কোনো দাস হজ করে তবে তা শুদ্ধ হবে। এ শর্তগুলোর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান।

৫. মক্কায় যাওয়ার ক্ষমতা থাকা।

এ শর্তের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে তারতম্য রয়েছে। পুরুষের জন্য এ সক্ষমতা দু'ধরনের

এক. আর্থিক সক্ষমতা

দুই. শারীরিক সক্ষমতা

যদি কারও আর্থিক ও শারীরিক ক্ষমতা থাকে তবে সে নিজেই হজ করতে হবে। আর যদি আর্থিক ক্ষমতা থাকে কিন্তু শারীরিক ক্ষমতা না থাকে তবে কাউকে দিয়ে হজ করাতে হবে। আর যদি শুধু শারীরিক ক্ষমতা আছে কিন্তু আর্থিক ক্ষমতা নেই তাহলে তার ওপর হজ ফরয নয়। কিন্তু তারপরও যদি সে তা করে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

নারীদের জন্য সক্ষমতা তিন ধরনের-

এক. আর্থিক সক্ষমতা

দুই. শারীরিক সক্ষমতা

তিন. মাহরাম সাথে থাকা

সুতরাং, যদি কোনো মহিলা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয় এবং মাহরাম পাওয়া যায় তবে তার ওপর হজ ফরয হবে।

কিন্তু যদি শুধু আর্থিক ক্ষমতা থাকে তবে মহিলার ওপর হজ ফরয হবে, তিনি নিজে না গেলে কাউকে তার পরিবর্তে হজে পাঠাতে হবে।

আর যদি শুধু শারীরিক ক্ষমতা থাকে তবে তার জন্য হজ ফরয নয়। কিন্তু যদি তিনি কোনোভাবে হজে গমন করেন তবে তার হজ হয়ে যাবে। মুহরিম সাথে না থাকলে সেজন্য গুনাহগার হবে।

আর্থিক সঙ্গতি বলতে কী বুঝায়? তার পরিমাণ কতো?

যদি কেউ ঋণ পরিশোধ করা, যাদের খাবার দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব তাদের খাবার দেওয়া, নিজের অত্যাবশ্যক সামগ্রী যেমন, খাবার, পানীয়, পরিধেয়, বাসস্থান ও এতদসংক্রান্ত অতি প্রয়োজনীয় বস্তু যেমন বাহন, বইপত্র ইত্যাদির বাইরে হজে যাওয়া আসা করা এবং সেখানে খরচ করার মতো সম্পদ থাকে তবে সে অবশ্যই হজের জন্য ক্ষমতাবান। তাকে হজ করতে হবে। আর এটাই শরী'আতের দৃষ্টিতে আর্থিক সংগতি ধরা হবে। এর পরিমাণ সময়, কাল, অবস্থা ও ব্যক্তির ভিন্ন হওয়া সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হতে বাধ্য।

মাহরাম কারা?

এখানে মাহরাম তারাই যাদের সাথে বিয়ে হওয়া স্থায়ীভাবে হারাম। তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত:

এক. বংশীয় মাহরাম

বংশীয় মাহরাম মোট সাত শ্রেণি।

১. মহিলার মূল যেমন, পিতা, দাদা, নানা। (যতো উপরেই যাক)
২. মহিলার শাখা যেমন, পুত্র, পুত্রের পুত্র, কন্যার পুত্র। (যতো নিচেই যাক)
৩. মহিলার ভাই। আপন ভাই বা বৈপিত্রেয় ভাই অথবা, বৈমাত্রেয় ভাই।
৪. মহিলার চাচা। আপন চাচা বা বৈপিত্রেয় চাচা অথবা, বৈমাত্রেয় চাচা। অথবা, কোনো মহিলার পিতা বা মাতার চাচা।
৫. মহিলার মামা, আপন মামা বা বৈপিত্রেয় মামা অথবা বৈমাত্রেয় মামা। অথবা, কোনো মহিলার পিতা বা মাতার মামা।
৬. ভাইপো, ভাইপোর ছেলে, ভাইপোর কন্যাদের ছেলে (যতো নিচেই যাক)।
৭. বোনপো, বোনপোর ছেলে, বোনপোর কন্যাদের ছেলে (যতো নিচেই যাক)।

দুই. দুধ খাওয়াজনিত মাহরাম

দুধ খাওয়াজনিত মাহরামও বংশীয় মাহরামের মতো সাত শ্রেণি, যাদের বর্ণনা উপরে চলে গেছে।

তিন. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে মাহরাম

বৈবাহিক কারণে চার শ্রেণি মাহরাম হয়:

১. মহিলার স্বামীর পুত্রগণ, তাদের পুত্রের পুত্রগণ, কন্যার পুত্রগণ (যতো নিচেই যাক)।

২. মহিলার স্বামীর পিতা, দাদা, নানা (যতো উপরেই যাক)।

৩. মহিলার কন্যার স্বামী, মহিলার পুত্র সন্তানের মেয়ের স্বামী, মহিলার কন্যা সন্তানের মেয়ের স্বামী (যতো নিচেই যাক)

৪. যে সমস্ত মহিলাদের সাথে সহবাস হয়েছে সে সমস্ত মহিলার মায়ের স্বামী এবং দাদী বা নানীর স্বামী।

মাহরাম-এর কিছু শর্ত

মাহরামকে অবশ্যই মুসলিম, বিবেকবান এবং প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।

হজের আদবসমূহ

১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর সাওয়াবের আশা করা।

২. খাঁটি তাওবা করে নেওয়া।

৩. পাওনাদারদের কাছ থেকে মাফ নেওয়া।

৪. হজের মালটুকু পবিত্র হওয়া।

৫. প্রতিটি কাজে একমাত্র আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাঁর ওপর ভরসা করা।

৬. যেহেতু সে এক বরকতময় সফরে বের হয়েছে সুতরাং, প্রত্যেক মানসিক, শারীরিক এবং আর্থিক কষ্ট ও খরচের জন্য সাওয়াবের আশা করা।

৭. হজের যাবতীয় কষ্টকে ধৈর্য সহকারে মোকাবিলা করা।

৮. যাদের সাথে বের হলে ঈমান ও আমল ঠিক থাকবে তাদের সাথী হওয়া।

৯. নিয়মিত ফরয সালাতসমূহ আদায় করা।

১০. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

আল্লাহর দরবারে আমল কবুল হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

মহান আল্লাহর দরবারে কোনো আমল কবুল হতে হলে দু'টি শর্ত অপরিহার্য।

এক. **ইখলাস তথা কাজটি একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া।** সুতরাং, আমল করার আগে তাওহীদ ঠিক রাখতে হবে; শির্ক থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

দুই. **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক হতে হবে।** যদি রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী না হয় তাহলে বিদ'আতে পরিণত হবে।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের পোশাক

এরপর মহিলা তার স্বাভাবিক সংযত পোশাক পরে নিবে। শরী'আত সমর্থিত যেকোনো পোশাকই পরিধান করে সে ইহরাম করতে পারে। আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, মহিলা তার কামিজ, ওড়না এবং সেলোয়ার, পা-মোজা সহ ইহরাম করতে পারে।[১]

---

১. ইবনুল মুনযির: আল-ইজমা', পৃ. ১৮।

ছবি: মানচিত্রে ৫টি মীকাতের অবস্থান

তবে সে তার চেহারা ঢাকার জন্য নেকাব বা ওড়না অথবা অন্য

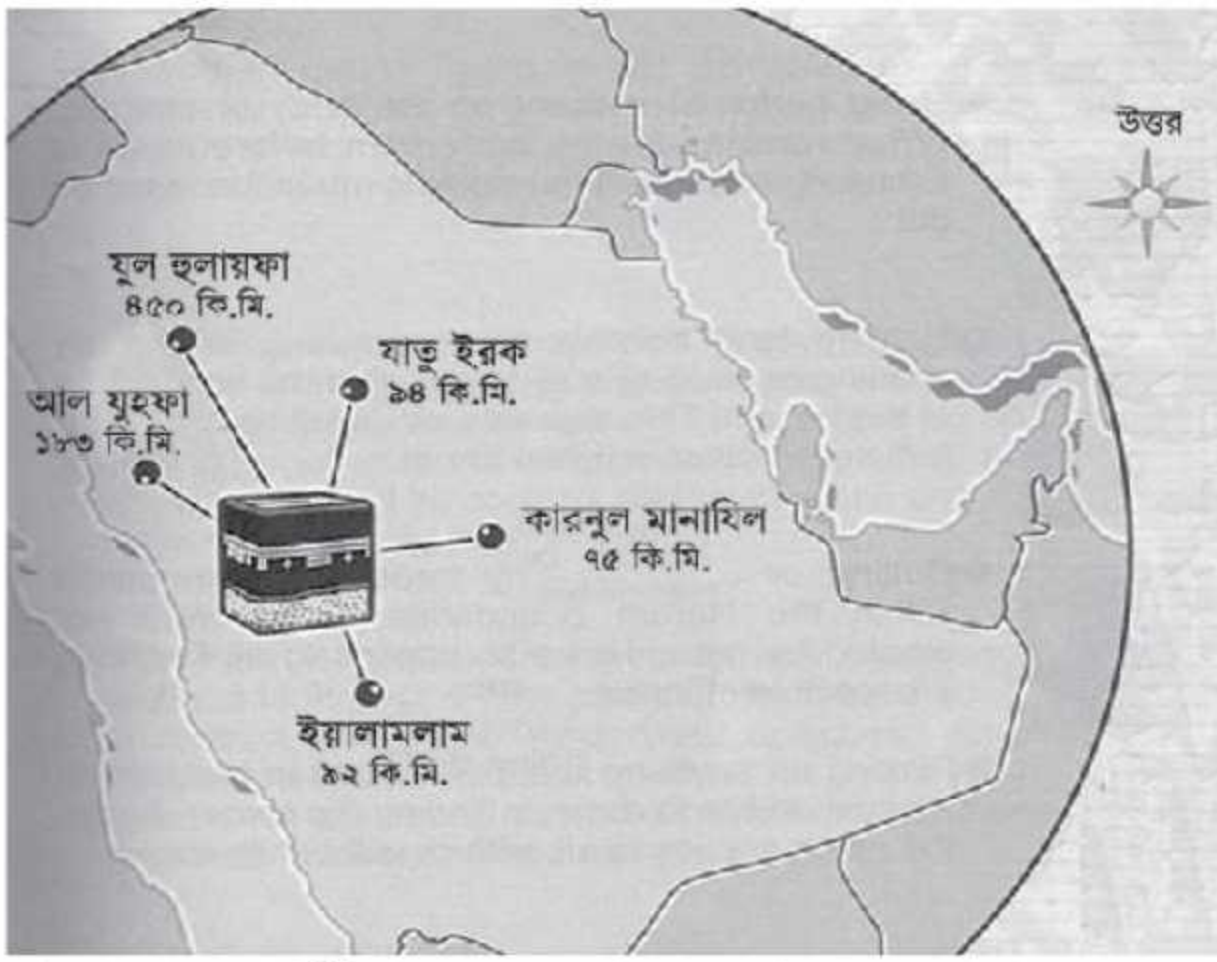

কোনো কাপড় পরিধান করতে পারবে না। অনুরূপভাবে সে হাত মোজা পরতে পারবে না। কিন্তু যখন মাহরাম ছাড়া অন্য কেউ তার দিকে তাকানোর সম্ভাবনা থাকবে তখন সে মাথার উপর থেকে টেনে তার চেহারাকে ঢেকে রাখবে। যেমনটি 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ও রাসূলের স্ত্রীগণ এবং সালফে সালেহীনের স্ত্রীগণ করেছিলেন।

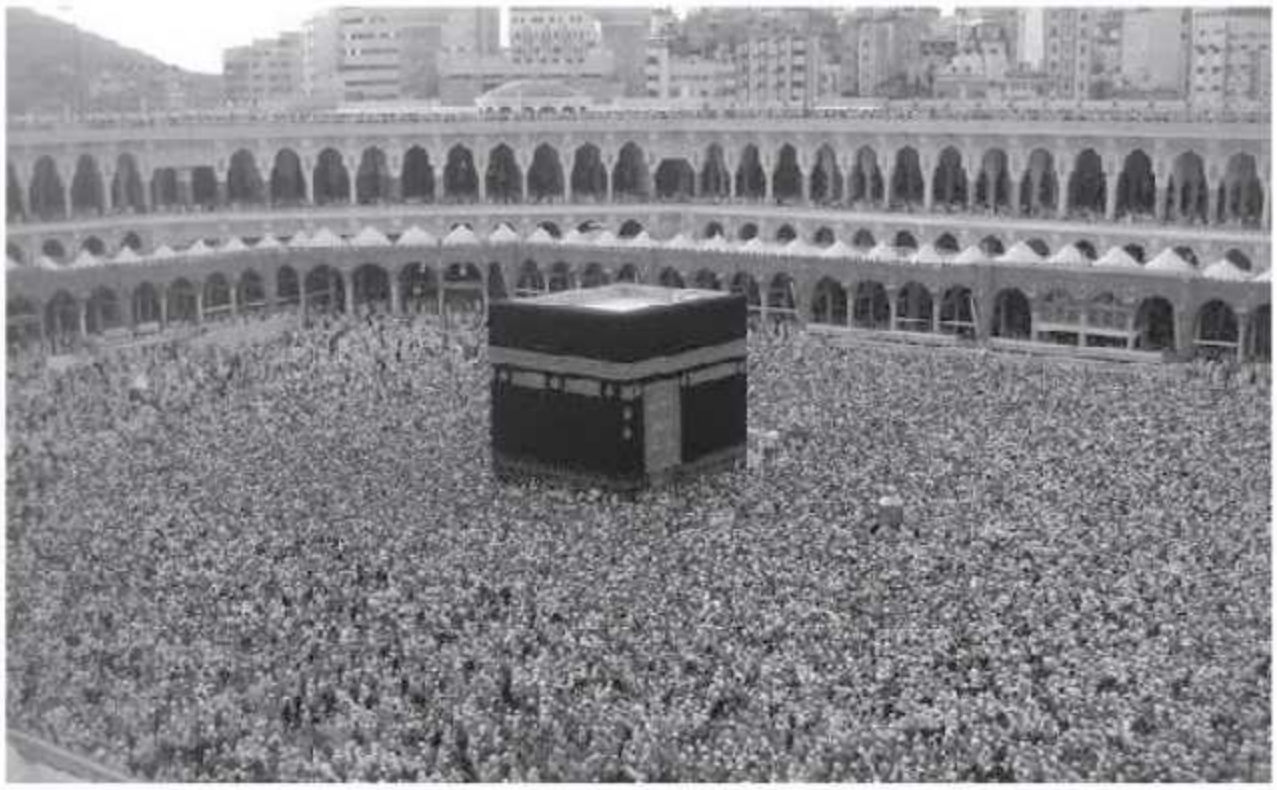

ছবি: কাবার চারপাশে তাওয়াফের দৃশ্য

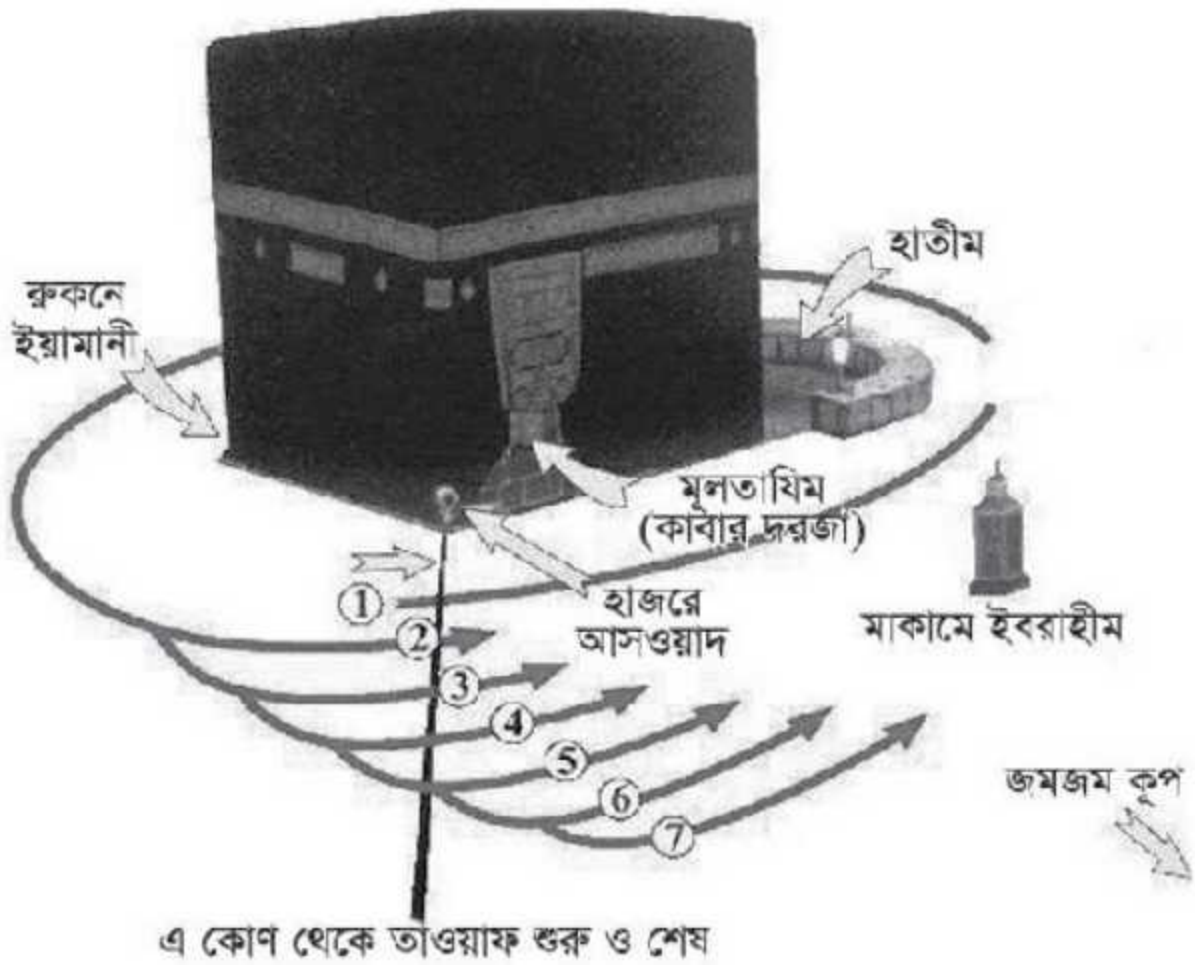

পবিত্র কাবাঘর ও এর চত্তরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ

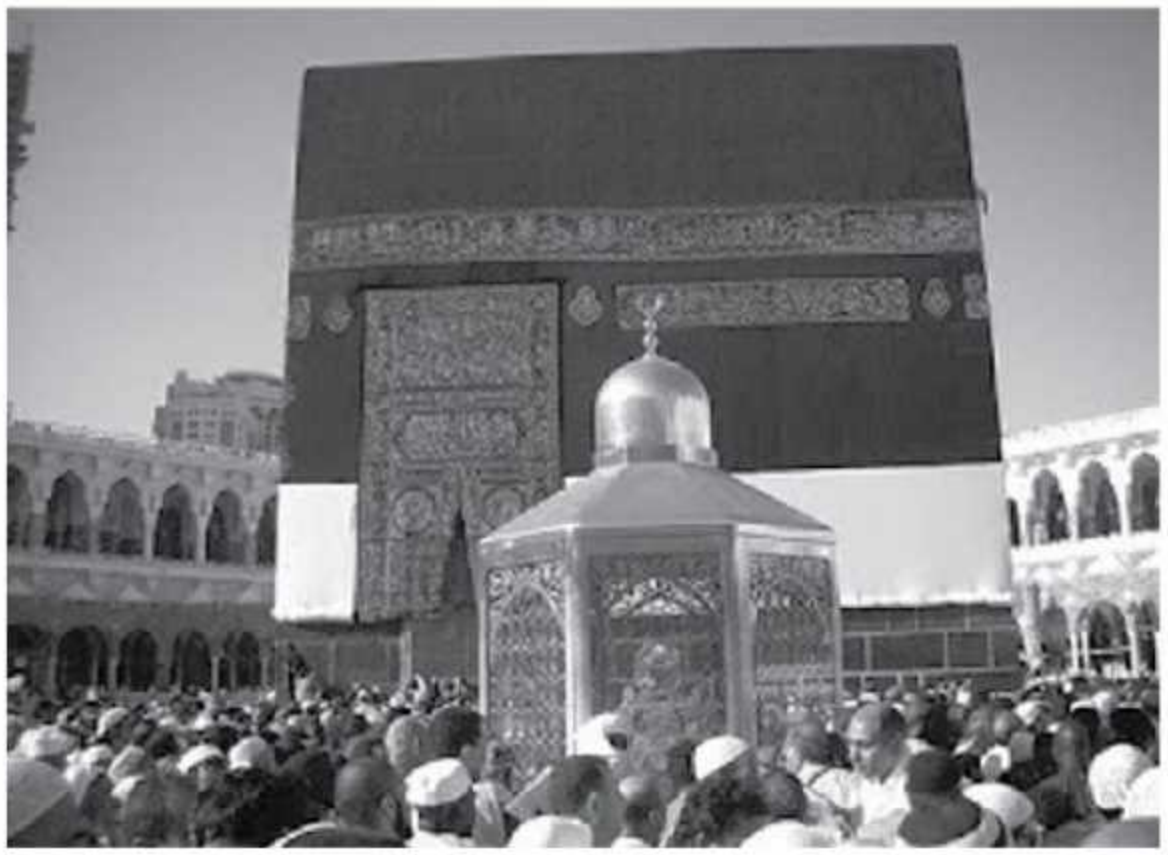

ছবি: মাকামে ইবরাহীম

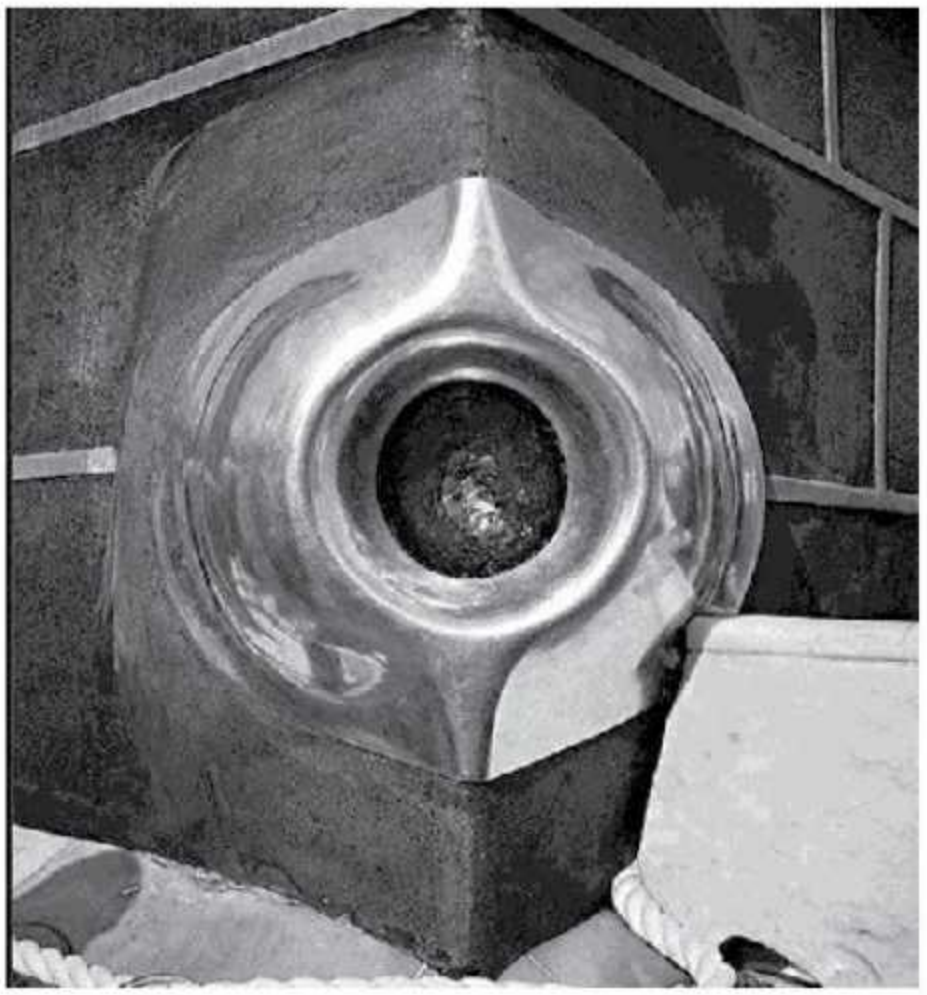

ছবি: হাজারে আসওয়াদ

তাওয়াফের ব্যাপারে মহিলাদের বিশেষ কিছু নির্দেশনা

১. তাওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত। কোনো মহিলা হায়েয বা নিফাস অবস্থা অথবা বিনা অজুতে তাওয়াফ করতে পারবে

২. না। 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা তার হজের সময় হায়েয এসে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন,

«اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»

æহাজীরা যা করে তুমিও তা করো, তবে পবিত্র না হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করো না।"[১]

৩. মহিলা হাজী সাহেবা 'রামল' করবে না। রামল হলো উমরার তাওয়াফ এবং হজের তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করের সময় ঘন ঘন পা ফেলে শক্তি প্রদর্শন করে তাওয়াফ করা। এটি পুরুষদের জন্য সুন্নাত। মহিলাদের জন্য নয়।

৪. অনুরূপভাবে মহিলা হাজী সাহেবাগণ 'ইযতেবা'ও করবে না। 'ইযতেবা' হলো, উমরার তাওয়াফ এবং হজের তাওয়াফে কুদুমের প্রথম তিন চক্করের সময় গায়ের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর এমনভাবে রাখা যেনো ডান কাঁধ খোলা থাকে। এটিও শুধু পুরুষদের জন্য প্রযোজ্য, নারীদের জন্য নয়।

৫. মহিলাদের উচিৎ ভিড়ের সময় কা'বার পার্শ্বদেশ থেকে একটু দূর দিয়ে তাওয়াফ করা, যাতে পুরুষদের সাথে ধাক্কাধাক্কি বা মিলেমিশে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

৬. হাজারে আসওয়াদের নিকট পুরুষদের সাথে মেলা-মেশা থেকে মহিলাদের বিরত থাকতে হবে এবং হাজারে আস্ওয়াদে চুমো খাওয়ার জন্য পুরুষদের সামনে মুখ খোলা

---

১. সহীহ বুখারী: ২৯৯; সহীহ মুসলিম: ১২১১।

জায়েয হবে না। কেননা, এটি গুরুতর অন্যায় এবং বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

৭. তাওয়াফ, সা'ঈ এবং অন্যান্য সময় পর পুরুষের সামনে মুখ খোলা রাখা, পর্দাহীন অবস্থায় থাকা এবং সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে গুনাহের কাজ। বিশেষ করে হাজারে আস্ওয়াদে চুমো দেওয়ার সময়।

লক্ষণীয় যে, হারামের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি করা সবচেয়ে বড় গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴾

æআর যে সেখানে সীমালংঘন করে পাপ কাজের ইচ্ছে করে, তাকে আমরা আস্বাদন করাবো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [সূরা ২২; আল-হাজ্জ ২৫]

অনেক মহিলা এভাবে বেপর্দা হয়ে চলার জন্য হারামের মতো স্থানে নিজেও গুনাহগার হয়, অন্যদেরকেও গুনাহগার করে।

৮. যে সময়গুলোতে পুরুষরা কা'বার পাশে কম থাকে, সে সময়গুলোতে তাওয়াফ করতে মহিলাদের চেষ্টা চালাতে হবে। 'আতা ইবন আবি রাবাহ্ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ তাওয়াফের সময় পুরুষদের সাথে মিশতেন না। 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যখন তাওয়াফ করতেন, তখন তিনি পুরুষদের থেকে দূরে থাকতেন। এক মহিলা তাকে বললো, চলুন, আমরা হাজারে আস্ওয়াদের নিকট যাই। তখন তিনি বললেন, 'আমার কাছ থেকে চলে যাও।' তিনি যেতে রাজি হননি।[১] 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মহিলাদের পুরুষদের সাথে মিশতে মানা

---

১. সহীহ বুখারী: ১৫৩৯।

করেছিলেন। একদা দেখলেন, এক পুরুষ মহিলাদের সাথে তাওয়াফ করছে। তখন তিনি তাকে ছড়ি দিয়ে মারলেন।[১]

সালাত আদায়ের পরে সম্ভব হলে যমযমের পানি পান করতে পারেন। তবে এটার বাধ্য-বাধকতা নেই।

তারপর সা'ঈ করার স্থানে যাবেন এবং যখন সাফা পাহাড়ের কাছে পৌঁছাবেন তখন বলবেন,

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যে কেউ (কা'বা) ঘরের হজ বা উমরাহ সম্পন্ন করে, এ দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোনো পাপ নেই। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো সৎকাজ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ উত্তম পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা ২; বাকারা ১৫৮]

তারপর বলবেন, আমি সেটা দিয়ে সা'ঈ শুরু করবো, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তার কথার সূচনা করেছেন।[2]

সা'ঈর শুরুতেই সাফা পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় শুধু আল্লাহ তা'আলার এ বাণীটুকু বলবেন। পরবর্তী কোনো সা'ঈতে তা বলবেন না।

তারপর যখন সাফা পাহাড়ের উঁচুতে উঠবন তখন হাজী সাহেবা কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন এবং দু'হাত

---

১. ফাকেহী: আখবারু মাক্কা: ১/২৫২।

২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাফা ও মারওয়া কথাটি বলার সময় আগে সাফা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই আমিও আগে সাফায় যাবো, সেখান থেকেই আমার সা'ঈ শুরু করবো।

উপরে উঠিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং যা ইচ্ছা দো'আ করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়ে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর যে দো'আ করতেন তা হলো,

«لآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ، لآ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

[লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু]

"একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোনো শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাস্ত করেছেন।"

তারপর মারওয়ার দিকে যাবেন। মারওয়ায় পৌঁছার সাথে সাথে তার এক চক্কর পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর এভাবে সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর লাগাবেন। সা'ঈর সময়ে মনে যা ইচ্ছে হয় তা দো'আ করবেন। ইচ্ছা করলে কুরআন ও হাদীসে আসা দো'আ, যিকির, কুরআন পাঠও করতে পারেন।

ছবি: জাবালে রহমত

তামাত্তু হজকারী হাজী সাহেবার জন্য হজের কার্যাবলি

যিলহজ মাসের ৮ তারিখের কাজ: যিলহজ মাসের আট তারিখ চাশতের সময়[1] মহিলা হাজী সাহেবা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই হজের ইহরাম বাঁধবেন। ইতোপূর্বে উমরাহ এর ইহরাম বাধার পূর্বে যা যা করেছেন এখনও তাই করবেন। অর্থাৎ গোসল, সুগন্ধি এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা লাভ করার পর হজের জন্য দৃঢ় সংকল্প করে বলবেন, لبيك حجاً *লাব্বাইকা হাজ্জান* অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি হজের জন্য হাযির, হাযির।

তারপর নিম্নোক্ত তালবিয়া পাঠ করবেন,

«لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ»

---

১. এটিই হচ্ছে সাধারণ সুন্নাত। কোনো কারণে যদি আগের রাত্রিতে ইহরাম বাঁধতে হয়, যেমনটি বর্তমান সময়ে করতে হয়, তবে তাতেও কোনো সমস্যা নেই।

æলাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা"

æহে আল্লাহ! আপনি যে জন্য আমাকে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আমি সেজন্য হাযির সদা হাযির। আমি সদা উপস্থিত, আমি ঘোষণা করছি যে, আপনার কোনো শরীক নেই। আমি এও ঘোষণা করছি যে, যাবতীয় হামদ তথা সগুণে প্রশংসার অধিকারী হিসেবে প্রাপ্য প্রশংসা শুধু আপনারই, অনুরূপভাবে যাবতীয় নি'আমতও আপনার। যেমনিভাবে সব ধরনের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনারই। আপনার কোনো শরীক নেই। আপনি ব্যতীত আর কেউ এগুলো পেতে পারে না।"[১]

তারপর যদি তিনি মিনার বাইরে অবস্থানকারী হন তবে মিনায় চলে যাবেন সেখানে জোহর, আসর, মাগরিব, ইশা এবং ফজরের সালাত আদায় করবেন। জোহর ও আসর এবং ইশার সালাতকে কসর হিসেবে দু'রাকাত পড়বেন।

ছবি: আরাফার ময়দানে অবস্থিত মসজিদে নামিরা

---

১. সহীহ বুখারী: ১৪৭৪; সহীহ মুসলিম: ১১৮৪।

ছবি: মিনায় অবস্থানস্থলের তাবু

যিলহজ মাসের ৯ তারিখের কাজ: তারপর নয় (৯) তারিখ ('আরাফাতের দিন) সূর্য উদয়ের পর মিনা থেকে 'আরাফাতে রওনা দিবেন।[1] 'নামীরা' নামক স্থানে যদি সম্ভব হয় তবে সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত ওখানে অবস্থান করা সুন্নাত। সম্ভব না হলে আরাফাতেই চলে যান। 'আরাফাতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হবে এবং জোহর ও আসরের সালাত একসাথে কসর অর্থাৎ দু'রাকাত করে জোহরের সময়ে আদায় করুন। (জোহরের আযান দিলে জোহরের দু'রাকাত সালাত আদায় করার পর আবার আসরের ইকামত দিয়ে আসরের সালাত দু'রাকাত আদায় করুন। এ দুই সালাতের মাঝখানে কোনো সুন্নাত সালাত নেই, তেমনি কোনো দো'আ বা যিকির নেই, কোনো সময়ক্ষেপনও নেই)

---

১. এটিই হচ্ছে সাধারণ সুন্নাত। তবে যদি বিশেষ কারণে আগের রাত্রিতে আপনাকে নিয়ে আপনার কাফেলার পরিচালক আরাফায় চলে যায় তবে চলে যাবেন। কারণ, কাফেলার সাথে না গেলে পরে সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন।